পথ দুর্ঘটনায় মৃত ৩ যুবক

দুরন্ত বার্তা, তমলুক, ২ আগস্ট ঃ বন্ধুর মায়ের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন করে ফেরার পথে আচমকা দুর্ঘটনার কবলে পড়েন চার যুবক। দুর্ঘটনায় শেষ পর্যন্ত মৃত্যুমুখে ঢলে পড়েন তিন যুবকই। আশঙ্কাজনক অবস্থায় হাসপাতালে চিকিৎসাধীন আরও একজন। নন্দকুমার থানা এলাকার ঘটনা। এমন ঘটনায় স্বভাবতই শোকের ছায়া নেমেছে এলাকায়। পূর্ব মেদিনীপুরের নন্দকুমার থানার মাদুয়াখালি এলাকার বাসিন্দা প্রলয় দাসের মায়ের শেষকৃত্য সেরে বাড়ি ফিরছিলেন তাঁর চার বন্ধু। মোটরবাইকে করে ফিরছিলেন তাঁরা। কিন্তু ফেরার পথে দিনের শেষ যে এমন হবে তা কে ভেবেছিল? রাত দুটো নাগাদ হঠাৎ অঘটন। নন্দকুমারের কাঁটাপুকুরের কাছে দাঁড়িয়ে থাকা একটি লরির পিছনে সজোরে ধাক্কা মারে ওই চার যুবকের মোটরবাইকটি। নন্দকুমার থানার ওসি মনোজ ঝা, জানান গভীর রাতে তমলুক -ট্যাংরাখালি রোডে এই দুর্ঘটনাটি ঘটে। তবে দুর্ঘটনার পর দীর্ঘক্ষণ আশঙ্কাজনক অবস্থায় ঘটনাস্থলেই পড়ে ছিলেন ওই চার যুবক। পরে নন্দকুমার থানার পুলিশ খবর পেয়ে দ্রুত সেখানে পৌঁছয়। তাঁরাই ওই চারজনকে উদ্ধার করে নন্দকুমারের খেজুরবেড়িয়া ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যান। সেখানে ওঁদের মধ্যে তিনজনকেই মৃত বলে ঘোষণা করেন চিকিৎসকেরা। বাকি একজনের অবস্থা অত্যন্ত সঙ্কটজনক বলে জানান চিকিৎসকেরা। সময় নষ্ট না করে ওই যুবককে তড়িঘড়ি তমলুক জেলা হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়। সেখানেই আপাতত তাঁর চিকিৎসা চলছে। যে তিন যুবক মারা গেছেন, তাঁরা হলেন ২৪ বছরের রঞ্জিত ঘড়া, ২২ বছর বয়সী সৌমেন ঘড়া এবং ২৬ বছর বয়সী প্রভাষ মাইতি। এছাড়া আশঙ্কাজনক অবস্থায় তমলুক জেলা হাসপাতালে ভর্তি অদ্বৈত্য ঘড়া।

হোস্টেলে ভূত

দুরন্ত বার্তা, দুর্গাপুর, ২ আগস্ট ঃ হোস্টেলে রয়েছে ভূত। এই দাবি তুলে হোস্টেল কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ দেখালেন শ'খানেক নার্সিং পড়ুয়া। তাদের দাবি, হোস্টেল অন্যত্র সরিয়ে নিয়ে যেতে হবে। সোমবার এই ঘটনা ঘটে দুর্গাপুরের বিধাননগরের এক বেসরকারি নার্সিং হোস্টেলে। করোনা বিধিনিষেধের মধ্যেই ওই হোস্টেলে সম্প্রতি এসেছেন প্রায় একশো পড়ুয়া। কিন্তু তাঁদের দাবি, গত কয়েক দিন ধরে হোস্টেলের তিন ও চারতলায় সন্ধের পর থেকে বিভিন্ন ধরনের আওয়াজ হচ্ছে। আতঙ্কে ঘর থেকে বের হওয়া যাচ্ছে না। হোস্টেল কর্তৃপক্ষকে বলেও কোনও কাজ হয়নি। সোমবার অভিভাবকদের নিয়ে এসে হোস্টেলের সামনে বিক্ষোভ দেখান পড়ুয়ারা। তাদের দাবি, হোস্টেল অন্যত্র সরিয়ে নিয়ে যেতে হবে। হোস্টেল কর্তৃপক্ষের দাবি, সামনের সেমিস্টারের পরীক্ষা অফলাইনে হবে। সেই কারণেই ভয় পেয়ে এই আজব বিক্ষোভ।

লকডাউনের জেরে বন্ধ থাকায় আগাছায় ঢাকল স্কুলের চারপাশ

দুরন্ত বার্তা, বালুরঘাট, ২ আগস্ট ঃ করোনা আবহের জন্য প্রায় দেড় বছরেরও বেশি সময় ধরে বন্ধ রয়েছে স্কুল, কলেজ সহ বিভিন্ন ধরনের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান। দেড় বছরে হাতে গুনে কয়েকবার স্কুলে আসতে হয় তাও শিক্ষকদের। মিড ডে মিল ও স্কুলের অন্যান্য কাজের জন্য। সেটাও কিছুক্ষণের জন্য। কিন্তু পড়ুয়া বা ছাত্র-ছাত্রীদের তাও আসতে হয় না। স্কুল যে বন্ধ। কোন ক্লাস হয় না। তাই আসতেও হয় না। এদিকে স্কুল না খোলার ফলে খুব স্বাভাবিকভাবেই স্কুলভবন আগাছার দখলে চলে গেছে। দূর থেকে দেখলে মনে হবে পরিত্যক্ত কোন বাড়ি। রাতের বেলা তো বটে, দিনের বেলাতেও চলে অসামাজিক কার্যকলাপ। সোমবার ঠিক এমনি দৃশ্য দেখা গেল বালুরঘাট শহরের চকভৃগু ২ নং জিএস প্রাথমিক বিদ্যালয়ে। এটি প্রাথমিক বিদ্যালয় দূর থেকে দেখে চেনার উপায় নেই। মনে হবে দাঁড়িয়ে রয়েছে একটা আগাছায় মোড়া পরিত্যক্ত বাড়ি। এক সময় স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের কোলাহলে মুখরিত থাকতো স্কুল বিল্ডিং। আজ তা ভুতুড়ে বাড়ির রূপ নিয়েছে। লতাপাতা এমন ভাবে বিল্ডিংকে জড়িয়ে ধরেছে যাতে দিনের বেলাতেও মানুষ পাশ দিয়ে যেতে ভয় পাবে। অবশ্য শিক্ষকরা বলছেন, মাসে একবার মিড ডে মিলের চাল দেওয়ার সময় পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন করা হয়। এমনকি শিক্ষকরা এটাও স্বীকার করে নিয়েছেন অসামাজিক কার্যকলাপ চলছে পরিত্যক্ত স্কুল বিল্ডিংগুলিতে। স্থানীয় বাসিন্দাদের দাবি পঠন-পাঠন না হোক অন্তত স্কুলগুলি পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন করে রাখুক কর্তৃপক্ষ। বছর দুয়েক আগেই বালুরঘাট শহরের সাথে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে চকভৃগু গ্রাম পঞ্চায়েতের বেশকিছু এলাকা। প্রবল জনবসতি সম্পূর্ণ চকভৃগু এলাকার নদীপার এনসি হাই স্কুল ক্যাম্পাসের মধ্যেই রয়েছে দুটি প্রাথমিক বিদ্যালয়। চকভৃগু ১নং জিএসএফপি ও চকভৃগু ২নং জিএসএফপি বিদ্যালয় দুটি রয়েছে পাশাপশি। বৃহৎ অংশজুড়ে হাই স্কুল ভবন থাকলেও সেখানে কোন আবর্জনা বা জঙ্গল দেখা না গেলেও, ক্যাম্পাসের পশ্চিম প্রান্তে থাকা প্রাথমিক স্কুলগুলি ঝোপ জঙ্গলে ঢেকে গিয়েছে। তবে চকভৃগু ১ নম্বর জিএসএফপি বিদ্যালয়টিতে অল্প পরিমাণ জঙ্গল হলেও, পাশের দুই নম্বর স্কুলটি একেবারে ঝোপঝাড়ে ঢেকে গিয়েছে। অথচ এই প্রাথমিক বিদ্যালয়েই রয়েছে তিনজন শিক্ষিকা এবং একজন শিক্ষক। রয়েছে ৫৮ জন ছাত্র-ছাত্রীও। করোনার জেরে পঠন-পাঠন ও বাচ্চাদের যাতায়াত বন্ধ থাকলেও নির্দিষ্ট দিন অন্তর মিডডে মিল সংক্রান্ত কাজে শিক্ষক-শিক্ষিকাদের যেতে হয় স্কুলে। স্কুলে গিয়েই মিড ডে মিলের সামগ্রী সংগ্রহ করতে হয় অভিভাবকদেরও। ঘনবসতি সম্পন্ন স্কুলটি ঝোপঝাড় ও বিষাক্ত লতাপাতায় ঢেকে থাকায় আশপাশের বাসিন্দাদের পাশাপাশি অভিভাবকরাও আতঙ্কিত। এই বিদ্যালয়ের এক অভিভাবিকা বুরন সরকার বলেন, বিদ্যালয়টি ঝোপজঙ্গলে ঢেকে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ তৈরি হয়েছে। আমরা মিড ডে মিল নিতে গিয়ে রীতীমতো আতঙ্কে থাকি। শিক্ষকদের পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন রাখার উদ্যোগ নেওয়া উচিত। অন্যদিকে এবিষয়ে স্কুলের সহ শিক্ষক তরুণ রায়চৌধুরী বলেন, আমরা স্কুলে পরিস্কার-পরিছন্নতা বজায় রাখি। কিন্তু সম্প্রতি বর্ষার জল পেয়ে ঝোপ-জঙ্গল বেড়ে উঠেছে। আমরা এই মাসের মিড-ডে-মিল দেবার আগে সেগুলি পরিস্কার করব।

সামাজিক বয়কটে ঘরছাড়া পরিবার

দুরন্ত বার্তা, বাঁকুড়া, ২ আগস্ট ঃ সামাজিক বয়কটে গৃহছাড়া হল পরিবার, অভিযোগ তৃণমূলের বিরুদ্ধে। অভিযোগ উঠলেও সামাজিক বয়কট কাণ্ডে আমার কোনো হাত নেই বলেই দাবী তৃণমূল নেতার। জয়পুরে গ্রামছাড়া মইনুদ্দিনের পরিবারের সংবাদের মাধ্যমে মুখ্যমন্ত্রীর কাছে বিচারের আর্জি জানিয়েছেন। ঘটনায় সোমবার সকাল থেকে চাঞ্চল্য ছড়াল বাঁকুড়ার জয়পুরের। এদিকে সামাজিক বয়কট কাণ্ডে আমার কোনো হাত নেই বলেই দাবী গ্রামের তৃণমূল ব্লক সভাপতি ইয়ামিনের। সামাজিক বয়কটের বিতর্কের মধ্যেই মইনুদ্দিন সেখের পরিবারের গ্রামছাড়া হওয়ার জয়পুরের বিক্রমপুর গ্রামে বসবাস মইনুদ্দিন ও তার পরিবারের। এই গ্রামের বাসিন্দা মইনুদ্দিন সেখের সাথে জমিজমা সংক্রান্ত মামলাকে কেন্দ্র করে বিবাদের জেরে এবার সামাজিক বয়কটের ফতোয়া জারি করার অভিযোগ উঠল জয়পুরের তৃণমূল ব্লক সভাপতি ইয়ামিন সেখের বিরুদ্ধে। অভিযোগের তীর তার বিরুদ্ধে উঠলেও ঘটনায় অবশ্য ইয়ামিন সেখ সাফাই দিয়ে দাবী করেন এই ঘটনায় তিনি কোনভাবেই যুক্ত নন। তার বিরুদ্ধে মিথ্যে অভিযোগ করা হচ্ছে। এটি দুই পরিবারের আইনি সমস্যা। তবে ঐ পরিবার কিছুদিন বিজেপি করে মিথ্যে মামলায় তৃণমূল কর্মীদের কেস দিয়েছিলেন। পরবর্তীকালে ওই পরিবারটি আইএসএফ এর সাথে যুক্ত হন। এদিকে এদিন সকালে মইনুদ্দিনের ও তার পরিবার গ্রাম ছাড়ার পর গ্রামের বাসিন্দা ও ব্লক সভাপতি ইয়ামিনের ভাই ইয়াসমিন সেখ সংবাদ মাধ্যমের কাছে স্বীকার করেন যে গ্রামের মানুষকে এই পরিবারের সাথে মেলামেশা বন্ধ করতে বলা হয়েছে। এদিকে এই ঘটনার জল গড়িয়েছে অনেকখানি। মইনুদ্দিনের পুরো পরিবার সাত সকালেই গাড়ি নিয়ে গ্রাম ছেড়ে বেরিয়ে যান। তাদের অভিযোগ ইয়ামিন ও তার অনুগামীদের অত্যাচারে তারা গ্রাম ছাড়তে বাধ্য হয়েছেন। গ্রাম ছাড়ার পূর্বে বাড়ি থেকে বেরিয়ে রাস্তায় দাঁড়িয়ে তারা সংবাদ মাধ্যমের কাছে এই অভিযোগ জানানোর পাশাপাশি বলেন, তাদের পুরো পরিবারের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রতি আস্থা আছে। তাই তারা প্রয়োজনে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাথেও সাক্ষাত করে সমস্যার কথা জানাতে চান। এদিকে এই ঘটনায় শেষ পর্যন্ত একটি পরিবারকে গ্রামছাড়া হতে হওয়ায় জেলার রাজনৈতিক মহলেও আলোড়ন পড়ে যায়। এখন দেখার এই পরিবারটিকে ফের গ্রামে ফেরাতে কি ভূমিকা নেয় জেলা প্রশাসন।

জলের হাহাকার

দুরন্ত বার্তা, বাঁকুড়া, ২ আগস্ট ঃ একদিকে অতি বৃষ্টিতে জেলাজুড়ে ভয়াবহ পরিস্থিতি, অপরদিকে শহর জুড়ে পানীয় জলের হাহাকার। গত তিনদিন ধরে বাঁকুড়া পৌর এলাকায় পানীয় জল সরবরাহ তলানিতে। জলের সমস্যা মেটাতে পৌরসভা শহরের বিভিন্ন এলাকায় জলের ট্যাঙ্ক পাঠিয়ে পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার চেষ্টা চালাচ্ছে। বাঁকুড়া পৌর এলাকায় ২৪টি ওয়ার্ডে নলবাহিত পানীয় জল সরবরাহ করে পৌরসভা। শহরের দুই পাশে বয়ে চলা গন্ধেশ্বরী ও দ্বারকেশ্বর নদীগর্ভে গভীর কূপ খনন করে পাম্পের সাহায্যে জল উত্তোলন করে তা সরবরাহ করা হয়। এজন্য তিনটি পাম্প হাউস রয়েছে। অতি বৃষ্টিতে সেই পাম্প হাউসগুলি জলের তলায়। যার ফলে জল সরবরাহে বিঘ্ন ঘটছে। এদিকে পানীয় জল না পাওয়ায় শহরজুড়ে ব্যাপক ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে। শহরবাসীর অভিযোগ তিনদিন জল সরবরাহ নেই, যে টুকু আসছে তা ঘোলা, পানের অযোগ্য। পৌরসভা জলের ট্যাঙ্ক পাঠিয়ে পরিস্থিতি সামাল দেওয়াব চেষ্টা করলেও সেই জল সংগ্রহ করতে ঝামেলাও সৃষ্টি হয়েছে কোথাও কোথাও। এ প্রসঙ্গে পৌর প্রশাসক বোর্ডের সদস্য দিলীপ আগরওয়াল জানান দ্বারকেশ্বর ও গন্ধেশ্বরী নদীতে জল উপচে পড়ার কারনে পাম্প হাউস ও কেবল ডুবে যাওয়ায় বিপত্তি। এদিন পরিস্থিতি অনেকটাই অনুকূলে, সরবরাহ শুরু হয়েছে, মঙ্গলবার থেকে স্বাভাবিক হবে বলে আশাপ্রকাশ করেন।

স্মারকলিপি জমা

দুরন্ত বার্তা, রামপুরহাট, ২ আগস্ট ঃ রামপুরহাট শহর কংগ্রেসের পক্ষ থেকে মাদকের কারবার বন্ধ সহ ৪ দফা দাবিতে রামপুরহাট থানায় একটি ডেপুটেশন জমা দেওয়া হয়। রামপুরহাট শহর কংগ্রেসের সভাপতি সাহজাদা হোসেন বলেন, শহরের বিভিন্ন জায়গাই মাদকের রমরমা কারবার চলছে। সেই সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বেড়ে চলেছে চুরি ছিনতাইয়ের মতো ঘটনা।

শ্রমিক নিয়োগ ঘিরে তৃণমূলের গোষ্ঠী সংঘর্ষ

দুরন্ত বার্তা, দুর্গাপুর, ২ আগস্ট ঃ শ্রমিক নিয়োগকে কেন্দ্র করে সংঘর্ষে জড়াল তৃণমূলের দুই গোষ্ঠী। লাঠি ও বাঁশ নিয়ে মারধর। ঘটনায় আহত হয়েছে দুপক্ষের ৮ জন। পরিস্থিতি সামাল দিতে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় পুলিশ ও কমব্যাট ফোর্স। ঘটনায় পুলিশ ৫ জনকে গ্রেফতার করেছে। রবিবার রাত্রে ঘটনাটি ঘটেছে দুর্গাপুর মেনগেট এলাকায়। যদিও গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের কথা অস্বীকার করেছে তৃণমূল। সোমবার ধৃতদের দুর্গাপুর মহকুমা আদালতে তোলা হয়। ঘটনায় জানা গেছে, দুর্গাপুর স্টিল প্ল্যাটে ঠিকা শ্রমিক নিয়োগ নিয়ে গত কয়েকদিন ধরে শাসকদলের দুই গোষ্ঠীর কোন্দল চলছিল। রবিবার রাত্রে তা প্রকাশ্যে চলে আসে। প্রসঙ্গত, দুর্গাপুর ওয়ারিয়া ফাঁড়ির সামনে দুর্গাপুর স্টিল প্ল্যান্টের তৃণমূল শ্রমিক সংগঠনের এক গোষ্ঠীর পক্ষ থেকে একটি স্মারকলিপি জমা দিতে আসে। ওয়ারিয়া ফাঁড়ির সামনে ওই সময় আচমকা অপর একটি গোষ্ঠী তাদের ওপর হামলা চালায় বলে অভিযোগ। বাঁশস লাঠি হাতে নিয়ে ভাঙচুর করা হয় দুটি চারচাকা গাড়িতে। এর পরই দুই গোষ্ঠীর ব্যাপক সংঘর্ষ বাঁধে। লাঠি, বাঁশ নিয়ে চলে তুমুল মারপিট। ঘটনায় আহত হয় দুপক্ষের ৮ জন। ঘটনাকে ঘিরে তুমুল উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। পরিস্থিতি সামাল দিতে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় পুলিশ। নামানো হয় কমব্যাট ফোর্স। স্মারকলিপি জমা দিতে আসা তৃণমূলের ওই গোষ্ঠীর দাবী, শান্তিপূর্নভাবে স্মারকলিপি জমা দেওয়া হচ্ছিল। ওই সময় কিছু দুস্কৃতী আচমকা হমলা চালায়। তৃণমূল শ্রমিক সংগঠনের পশ্চিম বর্ধমান জেলা সভাপতি বিশ্বনাথ পাড়িয়াল অবশ্য জানান, ঘটনাটি কোন রাজনৈতিক ঝামেলা নয়। দুই ব্যক্তির ঝামেলা। অযথা রং চাপানো হচ্ছে। দলে থেকে দলের ঝান্ডা নিয়ে কয়েকজন বদনাম করার চেষ্টা করছে। বিষয়টি দলের শীর্ষ নেতৃত্বকে জানিয়েছি। এদিকে ঘটনায় পুলিশ ৫ জনকে গ্রেফতার করেছে। সোমবার ধৃতদের দুর্গাপুর মহকুমা আদালতে তোলা হয়। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। এলাকায় এখনও উত্তেজনা রয়েছে।

মহিলাদের স্বনির্ভর করতে মাছ চাষের প্রশিক্ষণ

দুরন্ত বার্তা, ইসলামপুর, ২ আগস্ট ঃ মহিলাদের স্বনির্ভর করতে মাছ চাষের প্রশিক্ষণ দেওয়ার উদ্যোগ নিয়েছে ইসলামপুর ব্লক প্রশাসন। স্বনির্ভর গোষ্ঠী ও স্বনিযুক্তি দপ্তরের আর্থিক সহযোগিতায় ও মৎস্যদপ্তরের পরিচালনায় ব্লকের ৩১টি স্বনির্ভর দলের মহিলাদের এই প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে বলে জানিয়েছে ব্লক প্রশাসন। যাঁরা প্রশিক্ষণ পাবেন, তাঁদের তালিকা ইতিমধ্যেই তৈরি হয়েছে। ২ থেকে ৪ আগস্ট পর্যন্ত ইসলামপুর শহরের সূর্য সেন মঞ্চে প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। স্বনির্ভর গোষ্ঠী ও স্বনিযুক্তি দপ্তরের ইসলামপুরের সুপারভাইজার শুভঙ্কর কুণ্ডু বলেন, গত বছর ৬৬টি স্বনির্ভর দলকে পোল্ট্রি ফার্ম তৈরির জন্য প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছিল। একটি মহিলা দলকে মাছ চাষের জন্য প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছিল। এতে সাফল্য মিলেছে। এবার মৎস্যদপ্তরের সহযোগিতায় ৩১টি স্বনির্ভর দলের মহিলাদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। আমাদের লক্ষ্য, ব্লকে যত স্বনির্ভর গোষ্ঠী রয়েছে, তার মধ্যে অন্তত অর্ধেক দলকে স্বনির্ভর করা। মহিলাদের স্বনির্ভর করাই প্রকল্পের উদ্দেশ্য। মৎস্যদপ্তরের ইসলামপুর ব্লক আধিকারিক সত্যজিৎ দাস বলেন, এই প্রকল্পে যাদের নিজস্ব বা লিজে নেওয়া পুকুর আছে, এমন স্বনির্ভর মহিলা দলগুলিকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। এই ধরনের দলগুলিকে আগেই একটি স্কিম তৈরি করে দেওয়া হয়েছে। তাতে কী ধরনের মাছ চাষ হবে, কত খরচ হবে তা বলা হয়েছে। এবার তাদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। প্রশিক্ষণ শেষে তাদেরকে মাছের পোনা, সার, জাল সহ অন্যান্য জিনিসপত্র দেওয়া হবে। প্রকল্প সূত্রে জানা গেছে, ৩১টি মহিলা দল এই প্রশিক্ষণ শিবিরে অংশ নেবে। প্রতিটি দল থেকে তিনজন করে প্রশিক্ষণ নেবেন। পরে তাদের পুকুরের আয়তনের উপর ভিত্তিতে মাছের পোনা, চুন, সার, দুই ধরনের জাল ও অন্যান্য সরঞ্জাম দেওয়া হবে। প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারীদের বক্তব্য, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মহিলাদের স্বনির্ভর করতে একাধিক প্রকল্প করেছেন। প্রশিক্ষণ দেওয়া, লোনের সুবিধা, উৎপাদিত পণ্য বিক্রির জন্য বাজার সহ বিভিন্নভাবে পাশে দাঁড়িয়েছে সরকার। জল ধরো, জল ভরো প্রকল্পের মাধ্যমে জল সংরক্ষণের জন্য প্রচুর জলাশয় সংস্কার করা হয়েছে। প্রকল্পের মাধ্যমে অনেক পুকুর খনন হয়েছে। মাছ আমাদের প্রোটিনের চাহিদা মেটায়। তাই বাজারে মাছের চাহিদা প্রচুর। গ্রামাঞ্চলে মহিলারা মাছ চাষ করে পরিবারের জন্য একটু বেশি রোজগার করে স্বনির্ভর হতে পারবেন। স্থানীয় মাছের চাহিদা অনেক বেশি। তাই পুকুরে মাছ চাষ করে উৎপাদিত মাছের দাম ভালো পাওয়া যায়। নদীয়ালি মাছ বাজারে চাহিদার তুলনায় কম পাওয়া যায়। পুকুরের মাছ মানুষের চাহিদা মেটায়। স্থানীয়দের দাবি, এই ধরনের প্রশিক্ষণে আরও বেশি সংখ্যক মহিলাকে যুক্ত করতে হবে।

পাকা রাস্তার দাবিতে বিক্ষোভ দেখালেন গ্রামবাসীরা

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ২ আগস্ট ঃ বিধানসভা নির্বাচন মিটে গিয়েছে। প্রতিশ্রুতির বাজনাও মিলিয়ে গিয়েছে। অবশ্য এবারই প্রথম নয়, প্রতিটি ভোটের আগেই গ্রামে আনাগোনা বাড়ে নেতাদের, ভরে ওঠে প্রতিশ্রুতির ঝুলি। কিন্তু এখনও পাকা রাস্তা পাননি পুরাতন মালদা ব্লকের সাহাপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের দক্ষিণ ভাটরা গ্রামের রবিদাসপাড়া। তাঁদের বক্তব্য, ভোটের আগে লোক দেখিয়ে রাস্তার মাপজোকও করা হয়। কিন্তু রাস্তায় কেন ইট-পাথরের টুকরো পড়ে না তা তাঁদের জানা নেই। এদিকে ভরা বর্ষায় রাস্তা দিয়ে যাতায়াত করাটাই মুশকিল হয়ে দাঁড়িয়েছে স্থানীয়দের। অগত্যা অবশেষে তাঁরা পাকা রাস্তার দাবিতে বিক্ষোভ দেখাতে বাধ্য হন। রাস্তার কথা বলতে গিয়ে কার্যত মেজাজ হারিয়ে ফেলেন গ্রামবাসী দুলারি রায়। তিনি বলেন, ভোটের আগে সব দলই রাস্তা পাকা করার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে। ভোট মিটছে। তারাও পালিয়ে যাচ্ছে। কবে থেকে রাস্তার এই অবস্থা, সেটা ঠিক বলতে পারব না। রাস্তা নিয়ে রাজনীতি কবে শেষ হবে, তাও জানা নেই। আমরা কিছু চাই না। শুধু এই রাস্তাটা পাকা চাই। রাস্তার জন্য ছেলে-মেয়েরা স্কুল-কলেজ যেতে সমস্যায় পড়ছে। সাইকেল-মোটরবাইক দূরের কথা, পায়ে হেঁটে রাস্তা পার করতে আছাড় খেতে হচ্ছে অনেককেই। হাত-পা ভাঙছে। এসব বন্ধ করতে হবে। গ্রামের রাস্তা পাকা করতে হবে। এতদিনেও রাস্তা পাকা হয়নি কেন? রাস্তার সংস্কারই বা কেন করা হচ্ছে না? গ্রামের পঞ্চায়েত সদস্য তনুজা রায় বলছেন, বহুদিন আগেই এই রাস্তা পাকা করার জন্য প্রধানের কাছে স্কিম জমা দিয়েছি। সেই স্কিম পাশ হয়ে যায়। রাস্তার মাপজোকও অনেকবার করা হয়। কিন্তু তারপরেও এই রাস্তা হচ্ছে না। অথচ অন্য জায়গায় রাস্তা হয়ে যাচ্ছে। আমি কংগ্রেসের সদস্য বলেই বিজেপি পরিচালিত পঞ্চায়েত বোর্ড আমার এলাকায় রাস্তা সংস্কার করছে না। সাহাপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান উকিল মণ্ডল এ প্রসঙ্গে বলেন, এই রাস্তা নিয়ে আমাদের বিরুদ্ধে যে কথা বলা হচ্ছে তা পুরোপুরি ভিত্তিহীন। ওই রাস্তাটি আমাদের প্রকল্পে ধরা রয়েছে। ফান্ড আসলেই রাস্তা ঠিক করে দেওয়া হবে। এখনও আমাদের ফান্ড ঢোকেনি। ওই এলাকার পঞ্চায়েত সদস্য বিরোধী দলের বলেই আমাদের দিকে অভিযোগের আঙুল তুলেছেন।

দুর্গতদের পাশে

দুরন্ত বার্তা, পাঁশকুড়া, ২ আগস্ট ঃ জল যন্ত্রনার মধ্যে ডুবে থাকা পূর্ব মেদিনীপুরের পাঁশকুড়ার ৪ নং ওয়ার্ডের ডোমপাড়ার বাসিন্দাদের সাথে দেখা করে কথা বললেন পাঁশকুড়ার বিধায়িক ফিরোজা বিবি। সঙ্গে ছিলেন পৌরসভার ৪ নং ওয়ার্ডের কাউন্সিলর সেখ সমিরুদ্দিন ও পঞ্চায়েত সমিতির সহ সভাপতি হানিফ মহম্মদ। এদিন বন্যাকবলিত এলাকা ঘুরে দেখার পর স্থানীয় বিধায়ক ফিরোজা বিবি বলেন, প্রত্যেক জায়গা বন্যার জলে প্লাবিত হয়েছে তাঁর মধ্যে বিশেষ করে পাঁশকুড়া রয়েছে, সব জায়গায় মানুষের বেহাল অবস্থা বন্যার কারনে। তবু সহযোগিতা করার চেষ্টা করছি, পাঁশকুড়া ৪ নং ওয়ার্ডের অসহায় মানুষদের পাশে কাউন্সিলর রয়েছেন সবসময়। দিনরাত করে মানুষের পাশে রয়েছেন তিনি। আমিও পরিদর্শন করলাম আজ, সত্যিই এখানকার মানুষ কতটা সমস্যার মধ্যে রয়েছে তা পাঁশকুড়ার ডোমপাড়ার মানুষকে দেখলেই বোঝা যাচ্ছে। তবে তাঁদের অন্যত্র সরানোর ব্যবস্থা করে রাখা হয়েছে, শুকনো খাওয়ারও পৌঁছে দিচ্ছেন মানুষের হাতে আমাদের কাউন্সিলর সমিরুদ্দিন। সর্বদাই নজরে রেখেছে। এমনকি তিনি কংসাবতী নদী পাড়ে বসবাসকারী মানুষদের সাথে কথা বলে তাদের আরও সাহায্যের আশ্বাস দেন। বন্যার জলে ভেঙে পড়া ঘর পরিদর্শন করার পাশাপাশি সদরঘাট পাড় পরিদর্শন করে পাশে থাকার আশ্বাস দেন বিধায়ক ফিরোজা বিবি।

নিখোঁজের খোঁজ

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ২ আগস্ট ঃ মালদা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসা করাতে এসে নিখোঁজ পাঁচ বছরের এক শিশু। কান্নায় ভেঙে পড়লেন মা। যদিও পরে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের তৎপরতায় ইংরেজবাজার থানার পুলিশ ওই শিশুকে তার মায়ের কোলে তুলে দেয়। সোমবার সকালে এই ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে মালদা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল চত্বরে। মালদার মানিকচক থানার এনায়েতপুরের বাসিন্দা মিলি খাতুন সোমবার সকালে দুই পুত্রকে নিয়ে মালদা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের আউটডোরে আসেন চিকিৎসা করাতে। মিলি খাতুন জানান, চিকিৎসক দেখাবেন বলে আউটডোরের লাইনে দাঁড়িয়ে ছিলেন। এরই মধ্যে দেখেন তার শিশুকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। বিষয়টি জানাজানি হতেই মালদা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ ওই শিশুকে উদ্ধার করে পুলিশের মাধ্যমে তার কাছে তুলে দেন।

The Assistant Engineer, PWD Hooghly Construction Sub Division No II, Arambagh, Hooghly invites Tender vide SHORT **NIT No.06/Sub/II of 2021-22** for 01 (One) No works from bonafied resourceful agency having technical and financial capability of performing the job. The details will be available in the office notice board and from office within office hour. Last date of application- **02.08.2021.** Last date of receiving tender paper- **02.08.2021.**

Sd/- A. De
Assistant Engineer (PWD), Hooghly Construction Sub Division No-II Arambagh Hooghly

পূর্ব রেলওয়ে

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নম্বর ঃ মেড/বায়োকেম/টিএন/বিআরএসএইচ/২১, তারিখ ৩০.০৭.২০২১। মেডিক্যাল ডিরেক্টর, পূর্ব রেলওয়ে, শিয়ালদহ নিম্নলিখিত কাজ সম্পাদন করতে যথাযথ পরিকাঠামো আছে এরূপ নামী প্রাইভেট সংস্থাগুলি থেকে নির্ধারিত ফর্মে (যা **http://ireps.gov.in** থেকে ডাউনলোড করতে হবে) সিলকরা ওপেন টেন্ডার আহ্বান করছেন ঃ **কাজের নাম ঃ** ৫ বছর সময়সীমার জন্য বি.আর. সিং হাসপাতালের প্যাথোলজি ডিপার্টমেন্টে স্থাপন করা হবে এরূপ সম্পূর্ণ স্বয়ংক্রিয় বায়োকেমিস্ট্রি অ্যানালাইজারের জন্য রিএজেন্ট রেন্টাল কন্ট্র্যাক্ট। **টেন্ডার মূল্যমান ঃ** ১,৯৫,৪১,২৬৪.৩৪ টাকা। **বায়না মূল্য ঃ** ০.০০ (কোভিড মহামারীর পরিস্থিতির দরুন বর্তমানে ছাড় দেওয়া হয়েছে)। **অফিসের ঠিকানা ঃ** মেডিক্যাল ডিরেক্টরের অফিস, বি.আর. সিং হাসপাতাল, পূর্ব রেলওয়ে, শিয়ালদহ কলকাতা-১৪। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ** ২৭.০৮.২০২১-এ দুপুর ৩টা। **রেলওয়ের ওয়েবসাইট ঃ https://ireps.gov.in** MED-03/2021-22

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

Office of the Executive Engineer
Bidhannagar Municipal Services Division
Nirman Bhawan, Kolkata - 700091

NOTICE INVITING TENDER NO: 04 of 2021-2022 EXECUTIVE ENGINEER, BMS DIVISION
Circulation Memo No - 6-29A-1225(09) Dated-28.07.2021

Separate Sealed tenders are hereby invited by the undersigned for 06(Six) nos. work. Last dates of application, issue & dropping of tender paper are 12.08.2021 upto 15-00 hrs, 13.08.2021 upto 14-00 hrs .& 16.08.21 upto14-00 hrs. respectively. (Corrigendum ,if any, will be published in the departmental website)

Sd/-
Executive Engineer
Bidhannagar Municipal Services Division

ভিসকো ট্রেড অ্যাসোসিয়েটস লিমিটেড
রেজি অফিস ঃ ১৮, ব্রিটিশ ইন্ডিয়া স্ট্রিট, ৩য় ফ্লোর, কলকাতা-৭০০ ০৬৯
যোগাযোগ নং. ০৩৩-৬৪৪৪৪৪২৭,
ই-মেল আইডি ঃ **tradevisco@gmail.com**
CIN : L57339WB1983PLC035628
ওয়েবসাইট ঃ **www.viscotradeassociates.com**
বিজ্ঞপ্তি
এতদ্বারা বিজ্ঞাপিত করা যায় যে অনুসারী ধারা ২৯ সেবি (লিস্টিং অব্লিগেশানস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) ধারা, ২০১৫, এতদ্বারা বিজ্ঞাপিত করা যায় যে কোম্পানির বোর্ড অফ ডিরেক্টরদের সভা অনুষ্ঠিত হবে কোম্পানির রেজিস্টার অফিসে ১৮, ব্রিটিশ ইন্ডিয়া স্ট্রিট, ৩য় ফ্লোর, কলকাতা-৭০০০৬৯ বৃহস্পতিবার, ১২ আগস্ট,